দৈনিক ইনকিলাব 090
তারিখ 15 JAN 1987
পৃষ্ঠা ৮

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

উপজেলা পরিক্রমা

হরিণাকুণ্ডু

শিক্ষা

ঝিনাইদহ, ১৪ জানুয়ারী (সংবাদদাতা)।— এ উপজেলার অধিকাংশ বিদ্যালয়ের বেড়া নেই। সামান্য বৃষ্টি হলেই ছাউনি দিয়ে পানি পড়ে। কোন কোন স্কুলের দরজা, জানালা, চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ, আলমারী, চক, ব্লাকবোর্ড, পায়খানা, প্রস্রাবখানা ও ডাষ্টারসহ প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণের স্বল্পতা, শিক্ষক স্বল্পতা ও আসবাব পত্রের অভাবে সৃষ্ট অসুবিধা সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে।

চিকিৎসা

হরিণাকুণ্ড উপজেলার ১ লাখ ২৫ হাজার ৪৭ জন অধিবাসীর জন্য মাত্র ১টি হাসপাতাল ও ১টি দাতব্য চিকিৎসালয় রয়েছে। ওষুধের অভাব, প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডাক্তারের অভাব, মশারি ও আসবাব পত্রের অভাবসহ বিভিন্ন সমস্যায় এলাকাবাসী সুচিকিৎসা হতে বঞ্চিত।

হাট বাজার

এ উপজেলায় ১২টি হাট ও ১টি বাজারের দুরাবস্থার কারণে ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ই সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাচ্ছে। প্রতিটি হাট বাজারে পরিবেশ অত্যন্তে নোংরা। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভাবে স্তূপীকৃত ময়লা আবর্জনা দুর্গন্ধময় ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। যদিও এসব হাট-বাজার থেকে প্রতি বছর মোটা অংকের রাজস্ব আদায় হয় তবুও সংস্কার ও উন্নয়ন খাতে তেমন কোন অর্থ ব্যয় করা হয় না।

যোগাযোগ

জেলা সদরের সাথে সংযোগ রক্ষাকারী উপজেলার একমাত্র রাস্তাটি দীর্ঘদিন সংস্কারের অভাবে চলাচলের অনুপোযোগী হয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে কর্তৃপক্ষ বড় বড় গর্তগুলো মাটি দিয়ে ভরাট করে দায়সারা গোছের মেরামত করার অপপ্রচেষ্টা চালান। রাস্তা খারাপ থাকায় কোন মালিক বা ড্রাইভার ঐ রাস্তায় বাস চালাতে রাজী হন না। বর্তমানে সারাদিনে মাত্র ২টি লক্কড় মার্কা মিনিবাস আসা যাওয়া করে। অন্য কোন উপায় না থাকাতে যাত্রীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাদুড় ঝুলা হয়ে বাসে চড়তে বাধ্য হন।

বিনোদন

চিত্তবিনোদনের জন্য কয়েকটি খেলার মাঠ ও ১টি লাইব্রেরী ছাড়া আর কোন ব্যবস্থা নেই।

বিদ্যুৎ

উপজেলা সদরে বিদ্যুৎ থাকলেও কোন গ্রামে বিদ্যুৎ না থাকার কারণে এলাকার কৃষকরা চাষাবাদের জন্য গভীর নলকূপ ব্যবহার করতে পারছে না। অগভীর নলকূপ দিয়ে কিছু প্রকল্প নিলেও পেট্রোল ও ডিজেলের উচ্চ মূল্যের জন্য উৎপাদন খরচ বেশী পড়ে যাচ্ছে।